কোটচাঁদপুরে নির্মাণাধীন ৫০ শয্যা হাসপাতালের কাজে অনিয়ম! কাজ বন্ধ করলেন মেয়র

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নির্মাণাধীন ৫০ শয্যা হাসপাতালের বর্ধিতকরণের মূল ভবনের কাজে নিম্মমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার ও কাজে কারচুপির আশ্রয় নেওয়ায় নির্মাণ কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয় পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম।

রবিবার সকালে স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতাল ভবন পরিদর্শনে যান। ঘটনাস্থলে যেয়ে মেয়র দেখেন নিম্ন মানের বালি ও ঢালাই কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে কারচুপি করা হচ্ছে। এসময় তিনি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরত লোকজনকে কাজ বন্ধ করতে বলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, কাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা সহ প্রকৌশলী আব্দুর রহিম। এ খবর লেখা পর্যন্ত নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতাল ভবনের কাজ বন্ধ ছিল।

সূত্রে জানাযায়, ২০২০ সালে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্য থেকে ১’শ শয্যা বিশিষ্ট উন্নতিকরণে নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতালের বর্ধিতকরণের মূল ভবনের কাজ শুরু হয়। যা, অনিক ট্রেডিং কর্পোরেশন নামে ঢাকার একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের কাজ করছে। ২ বছর মেয়াদে কাজের শুরু থেকেই নানা অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠে। নিম্মমানের বালি, ঢালাইয়ে কুচি পাথর ব্যবহার না করা, এমনকি সিডিউল অনুযায়ী কাজ না করার অভিযোগের খবর পাওয়া যায়।

২৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩’শ ৯৫ টাকা ব্যায়ে নির্মিত কাজে নার্স ডরমেটরী ৫ম তলা, কনসালটেন্ট ভবন ৫ম তলা, ডক্টরস্ কোয়াটার ৪র্থ তলা (ভার্টিকাল ২য় তলা), নার্স কোয়াটার ৪র্থ তলা (১তলা সম্প্রসারন) ভবন নির্মান কাজ শুরু হয়।

এরই মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কাজের অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠলেও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ বিষযে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেননি। স্থানীয় পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবন পরিদর্শনে গিয়ে নিম্মমানের কাজ দেখতে পেয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরত লোকজনকে নির্মাণ কাজ বন্ধ

রাখার নির্দেশ দেন।

ঝিনাইদহে দ্বায়িত্ব পালনের সময় পুলিশের হেনস্তার শিকার দুই সাংবাদিক

ঝিনাইদহে পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের সময় পুলিশের হাতে আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ও মিরাজ জামান রাজ নামে দুই সাংবাদিক হেনস্তার স্বীকার হয়েছেন। এসময় পুলিশ তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। আব্দুল্লাহ আল মাসুদ আজকের পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগো নিউজের ঝিনাইদহ প্রতিনিধি এবং মিরাজ জামান রাজ সাপ্তাহিক দুরন্ত প্রকাশের সম্পাদক।

ঘটনাটি ঘটেছে রোববার দুপুর দেড়টার সময় ঝিনাইদহ শহরের পাগলা কানাই মোড়ে।

সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ জানান, চলমান লকডাউনে বাস্তবায়নে পুলিশের সাথে স্কাউট সদস্যরা কাজ করছে। রোববার দুপুরে স্কাউটদের নিয়ে একটি স্পেশাল রিপোর্ট করার জন্য পাগলা কানাই মোড়ে যায়। সেখানে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের অনুমোতি নিয়ে এক স্কাউট সদস্যের ভিডিও বক্তব্য নেয়া শুরু করি।

এসময় খানজাহান আলী নামে এক কনেস্টবল হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বলে পুলিশের কোন ভিডিও নেওয়া যাবে না। তখন পুলিশকে জানিয়েছি আমরা তো আপনাদের বক্তব্য বা ভিডিও নিচ্ছি না, স্কাউট সদস্যদের বক্তব্য নিচ্ছি। এ কথা বলার পরই আমার হাতে থাকা ফোনটি কেড়ে নেন। এসময় আমার সাথে থাকা অপর সাংবাদিকের ফোনও কেড়ে নিয়ে ভিডিও ডিলিট করে দেন।

আমরা প্রেসক্লাবের সদস্য ও সাংবাদিক পরিচয় দিলে আরো ক্ষেপে গিয়ে ওই পুলিশ সদস্য বলেন, কিসের প্রেসক্লাব? এই বলে সাংবাদিকদের নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে থাকেন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কনেস্টবল আবুবকর, খান বাহাদুর রাকিব ও অর্ণব। ঘটনার পরপরই বিষয়টি পুলিশ সুপার, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতিকে অবহিত করেন ভুক্তভোগি দুই সাংবাদিক।

ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামকে জানালে তিনি জানান, এমন হওয়ার কথা না। আপনারা সম্ভবত পরিচয় দেননি। তারপরও বিষয়টি আমি দেখছি।

ঝিনাইদহে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ আহত ৭, থানায় মামলা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী গ্রামে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৭ জন আহত হয়েছে। এ বিষয়ে সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানাগেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানাযায়, গত ১জুলাই হলিধানী পূর্বপাড়ার একদল যুবক দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলার আয়োজন করে। খেলা শেষে পরাজিত দল বিজয়ী দলকে মিষ্টি খাওয়ানো বাবদ কিছু টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা নাদিলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।
সংঘর্ষে হলিধানী গ্রামের রহিম বাদশার ছেলে রকিব, আব্দুস সাত্তার সিডনের ছেলে সোহাগ, আল আমিন, মোসলেমের ছেলে দেলয়ার ও নাসির উদ্দীন, ইলিয়াস, সাগর, জোয়াদ আলী ও হৃদয়সহ আরও বেশ কয়েক জন মিলে বীর মুক্তিযোদ্ধা নুর ইসলামের ছেলে সোহেল, বাহার আলীর ছেলে সজল, মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে শাহা আলম, সাইদুল ইসলামের স্ত্রী জরিনা খাতুন ও শফি উদ্দীনের ছেলে সুমন মিয়াকে পিটিয়ে জখম করে। তাছাড়া অপর পক্ষের আল আমিন আহত হয়। সবাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপতালে ভর্তি করা হয় এবং ওই দিন রাতেই ঝিনাইদহ সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে।

এই বিষয়ে আহত সোহেল বলেন খেলা নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলেও তা শান্ত হয়ে যাওয়ার পরে সন্ধ্যার দিকে তাদের বাড়ির পাশে গেলে রাকিব ও সোহাগ দলবল নিয়ে আমার উপর হামলা চালায়। আরও আমাকে বাঁচাতে এলে আহত অন্যদের কেউ সন্ত্রাসীরা মারধর করে আহত করে। আহত জরিনা খাতুন বলেন সোহেলের উপর হামলা করলে তার চিৎকারে আমরা দড়িয়ে গেলে আমাদের পিটিয়ে ও দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। আমরা এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিচার চাই।
এছাড়া আহত সকলেই এই হামলাকারী মাদক ব্যবসায়ী রাকিব, সোহাগ, আল আমিন ও হৃদয়দের সাথে জড়িত সকলের উপযুক্ত বিচার চাই।
অপর পক্ষের আহত আল আমিন বলেন খেলা শেষে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা সন্ধ্যায় দেব বলে জানালেও তারা তা মেনে না নিয়ে আমাদের বল আটকে দেয় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলে আমাদের উপর হামল চালালে আমিসহ আরও বেশ কয়েক জন আহত হয়েছে। তিনি আরও বলেন এটাকোন পরিকল্পিত হামলা বা সংঘাত ছিল না। আমরা বিষয়টির সমাধান চাই।
মামলার বাদী বাহার আলী বলেন আসামীরা অর্থবিত্তশালী, মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী তারা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে আমাদের ছেলেদের উপর হামলা করেছে আমি এর বিচার চেয়ে থানায় মামলা করেছি। এই মামলার পর থেকেই টাকা দিয়ে সন্ত্রাসী ভাড়া করে আমার ছেলেকে পিটিয়ে আহত করার পরিকল্পনা করছে। হত্যা পরিকল্পনার অডিও রেকর্ড ফাস হয়েছে বলেও তিনি জানান।
এবিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ থানার এস আই শফিকুল ইসলাম বলেন এই ঘটনায় উভয় পক্ষের দুইটি অভিযোগ পেয়েছি, অভিযোগ দুটি তদন্তনাধীন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাননি রনজু খাতুন

বাড়ির কাছে যখন প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর তৈরী হচ্ছিল, তখন আশায় বুক বেধেছিল ষাটোর্ধ বিধবা রনজু খাতুন। আবাসন এলাকায় গিয়ে

নির্মিত ঘরগুলো দেখতো। কিন্তু রনজু খাতুনের সে আশা পুরণ হয়নি। এলাকায় সবাই ঘর পেলেও রনজুর ভাগ্যে জোটেনি প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর।

এমনকি দ্বারে দ্বারে ঘুরেও বয়স্ক ভাতা ও ভিজিডির র্কাড পাননি রনজু খাতুন। রনজু খাতুনের এই ঘোরা এখনো শেষ হয়নি। এলাকার মেম্বর, চেয়ারম্যান ও নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে যান ঘরের জন্য, ভাতার জন্য। রনজু খাতুন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বানিয়াকান্দর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের মেয়ে। খোজঁ নিয়ে জানা যায়, রনজু খাতুনের স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে সে বিভিন্ন মানুষের বাড়ীতে কাজ করতেন। এখন বয়স হয়েছে। কাজ করতে পারেন না। মাথা গোজার একখন্ড জমি বা ঘরও নেই তার।

পরের জমিতে রনজু খাতুন নাতি-নাতনী নিয়ে বসবাস করেন। অসচ্ছল পরিবার হওয়ায় দিন চলে অর্ধাহারে অনাহারে। রনজু খাতুন জানান, স্বামী মারা যাওয়ার পর পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের কাছে একাধিকবার ঘুরেছেন। সরকারী প্রণোদনা পাননি।

এখন একটি ঘরের জন্য ঘুরছেন। তিনি জানান, পাগলাকানাই ইউনিয়নের ফকিরাবাদ গ্রামে ভূমিহীন পরিবারের জন্য আবাসন হয়েলেও তাকে একটি ঘর দেওয়া হয়নি। যারা তদ্বীর করেছেন কেবল তারাই ঘর পেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম জানান, ঘর রবাদ্দ দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। সেখানে আমার কোন হাত নেই। তবে এ বছর শতভাগ ভাতা দেওয়ার কাজ চলছে। রনজু খাতুন তালিকা ভুক্ত হবেন। তিনি বয়স্ক অথবা বিধবা ভাতা পাবেন।

ঝিনাইদহে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে ৮ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ১১৩

ঝিনাইদহে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১১৩ জন।

সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, রোববার সকালে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে ২’শ ৯২ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে ১’শ ১৩ জনের করোনা পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় রয়েছে ৪২ জন, শৈলকুপায় ১১ জন, হরিণাকুন্ডুতে ৯ জন, কালীগঞ্জে ২৮ জন, কোটচাঁদপুরে ১৫ জন ও মহেশপুরে রয়েছে ৮ জন। সিভিল সার্জন আরও জানান, গত ২৪ ঘন্টায় কালীগঞ্জ ও কোটচাঁদপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উপসর্গ নিয়ে ৪ জন ও মহেশপুরে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ২ জন।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশিদ জানান, ২৪ ঘন্টায় করোনার সংক্রমনের হার আক্রান্তের হার ৩৮.৬৮ ভাগ। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৪ হাজার ৭’শ ৪ জনে। বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি আছে ১’শ ১৯ জন।
তিনি আরও জানান, প্রতিদিন নতুন নতুন রোগি ভর্তি হচ্ছে। রোগিদের বাড়তি চাপ সামাল দিতে চিকিৎসক ও নার্সরা হিমশিম খাচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২ বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একই দিনে ২জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আলহাজ্ব আব্দুর রহমান (৭৫) নামে কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সাবেক হিসাব সহকারি ও মোবাশ্বের আলী (৫৫) নামে এক বিশিষ্ট কাঠ ব্যবসায়ী যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন।

মৃত আব্দুর রহমান পৌর আর্দশ পাড়ায় ও মৃত মোবাশ্বের আলী শহরের গাবতলা পাড়ায় বসবাস করতেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, আব্দুর রহমান জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ১ জুলাই শরীরে করোনা পজিটিভ হয়ে বাসায় ছিলেন।

পরে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। বিকালে চিকিৎসাধী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে করোনা পজিটিভ হয়ে বিশিষ্ঠ কাঠ ব্যবসায়ী মোবাশ্বের আলী যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার বিকালে মুত্যুবরন করেন।

ডাঃ রশিদ বলেন, আব্দুর রহমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নমুনা পরিক্ষা করলেও ব্যবসায়ী মোবাশ্বের আলী যশোরে পরিক্ষা করেন বলে নিশ্চিত করেন। এসময় তিনি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও ঠান্ডা জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের করোনা পরিক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধ করেন। এদিকে একই দিনে ২জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ঝিনাইদহে নগদ অর্থসহ সোনার গহনা চুরি

ঝিনাইদহ শহরের উপশহর পাড়ার দুধর্ষ চুরি হয়েছে। চোরেরা ব্র্যাকের কর্মকর্তা শফিকুর রহমানের বাসার গ্রিল কেটে নগদ দেড় লাখ টাকা ও সাত ভরি সোনার গহনা নিয়ে গেছে। এ সময় তিনি গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

জানা গেছে, সাতদিনের লকডাউনে গ্রামের বাড়ি সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামে বেড়াতে যান শফিকুর। শহরের বাড়ি তালাবদ্ধ ছিল। শনিবার বাসায় ফিরে দেখতে পান ঘরের আসবারপত্র এলোমেলো। ঘরের আলমিরা ভাঙ্গা। খোজ নিয়ে জানতে পারেন তার সব কিছু নিয়ে গেছে।

এর আগে ঝিনাইদহ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের কর্মচারী মেহেদী লাভলুর বাড়িতে চুরি হলে তিনি চোর সনাক্ত করে সব কিছুই ফিরে পান। গ্রেফতর হয় চোরসহ ৭ জন।

এদিকে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার, সদর থানা ওসি মিজানুর রহমান, ওসি তদন্ত এমদাদুল হক খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

তারা জানান, পার্শ্ববর্তী বাড়ির সিসিটিভির ফুটেজ দেখে চোর সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য শহরের আরাপপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে সার্থক গ্যাসঘর ও পাগলাকানাই মডেলদের বাসাবাড়িতেও চুরি সংঘটিত হয়েছে।

সাধুহাটী ইউনিয়নের বারোমাইল এলাকায় জনৈক শাহাদতের কাঠের আড়তেও চুরি হয়। করোনাকালে লকডাউন ও জনমানবহীন পাড়া মহল্লায় চোরের উপদ্রপ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এলাকাবাসি জানায়।

ঝিনাইদহে একের পর এক মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন মানুষ

একের পর এক মৃত্যুর বিভিষিকাময় খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ঝিনাইদহের মানুষ। ঘরে ঘরে অসুস্থ মানুষের ভীড় বাড়ছে। গ্রাম শহর সর্বত্রই ভুগছে মৌসুমি ঠান্ডা কাশি ও জ্বর নিয়ে। সামান্যতেই মানুষ আতংকিত হয়ে ছুটছে চিকিৎসকের কাছে। ফলে সরকারী হাসপাতালের পাশাপাশি ভিড় বাড়ছে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে।

করোনার লক্ষন নিয়ে অনেকের মৃত্যু হলেও তাদের কোভিড পরীক্ষার সুযোগ হচ্ছে না। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা নেই। নেই পর্যাপ্ত হাই ফ্লো অক্সিজেন ব্যবস্থা। এমন কথা চিন্তা করে অনেকেই কোভিড রোগী নিয়ে আতংকে দিন পার করছেন। এদিকে ফেসবুক ও ম্যাসেঞ্জারসহ নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিদিন শুধুই মৃত্যুর সংবাদ ভেসে আসছে। কেও কোভিডে আবার কেও হৃদরোগে মারা যাচ্ছেন। কারো কারো মধ্যে থাকছে করোনার উপসর্গ।

এমন প্রতিদিন স্বজন হারানোর বেদনায় অশ্রুসিক্ত হচ্ছে মানুষ। নিকাট জনের কাছ থেকে ফোন পেয়ে অনেকেই আতংকিত হয়ে পড়ছেন। চারিদিক যেন এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, শৈলকুপার বাগুটিয়া গ্রামে দুই সপ্তাহ আগে একই দিন স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

একই উপজেলার ফুলহরি কাজিপাড়া গ্রামে জিহাদ হোসেন নামে এক কিশোর

গত ২১ জুন মৃত্যুর পর তার মা করোনা উপসর্গ নিয়ে ২৪ জুন মারা যান। ১১ দিনের ব্যবধানে তারা নানা সৈয়দ মাহবুব হোসেন শুক্রবার মারা গেছেন। জিহাদের পিতা সৈয়দ কোরবান আলী হিরন করোনার লক্ষন নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গ্রাম শহরে অনেকর পরিবার ধরেই করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। অনেকে ভয়ে পরীক্ষা করাতে যাচ্ছেন না এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

হরিণাকুন্ডুর পায়রাডাঙ্গা গ্রামের সোহরাব হোসেন মন্ডল জানান, আজ শনিবার সকালে গ্রামের এক নিকটাত্মীয়কে দাফন করা পর দুপুরে খবর আসে বৃদ্ধ নানা করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। এখন সেখানে যাচ্ছি দাফন করতে। লকডউনের কারণে স্বজনরা মারা গেলেও করোনা ভয় ও সড়ক পথে যাতায়াতের কারণে অনেকই বিদায় বেলায় প্রিয় মানুষটির মুখ দেখতে পারছেন না।

ডাঃ নজরুল ইসলাম নামে এক চিকিৎসক জানান, বর্তমান এই মৌসুমে ইনফ্লয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকোপ থাকে। সাধারণনত গ্রামে গ্রামে এই রোগ দেখা দিচ্ছে। তারা সুস্থও হচ্ছেন। আবার অনেক বয়স্ক মানুষের হৃদরোগসহ নানা সমস্যা আছে। মৃত্যুবরণ করলেই উপসর্গ থাকায় অনেকেই ঢালাও ভাবে করোনা ভাইরাসের কথা উল্লেখ করছেন। এসব কারণে মানুষের মধ্যে আতংক কাজ করছে।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহে করোনায় মারা গেছে ৩ জন। এই নিয়ে জেলায় করোনা শুরুর পর থেকে এক’শ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৭ জন। ঝিনাইদহ করোনা ইউনিটে ভর্তি আছেন ৫৭ জন। ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত ১১১ জনের লাশ দাফন করেছে। এর মধ্যে করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণকারীরাও আছেন।

ঝিনাইদহে ২০টি চাতালে জলবদ্ধতা! কোটি টাকা লোকসান

ঝিনাইদহে কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার ফলে শহর ও গ্রামে একই চিত্র ফুটে উঠেছে। সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারের ত্রিমোহনী এলাকায়

জলাবদ্ধতায় ২০ টি চাতাল ও বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি তলিয়ে গেছে। পানি উঠেছে চাতালে থাকা শ্রমিকদের ঘরেও। প্রায় দুই মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে চাল উৎপাদন কার্যক্রম। এতে কোটি টাকা লোকসান হয়েছে মালিকদের। বেকার হয়ে অসহায় দিনযাপন করছে দুই শতাধীক শ্রমিক।

শনিবার চাতাল এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ওই এলাকার চাতালগুলোর পাশে একটি বিল ছিল। এই বিল দিয়ে পানি নিষ্কাশন হত। কিন্তু প্রায় এক বছর আগে শুকনো মৌসুমে এই বিল এলাকায় পুকুর খনন করে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল। ফলে বন্ধ হয়ে যায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। এখন বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে মানুষ।

চাতাল শ্রমিক আবু তালেব জানান, চাতালে কাজ করে সংসার চলে। কিন্তু বৃষ্টিতে পানি জমে প্রায় দুই মাস চাতাল বন্ধ রয়েছে। ফলে রোজগার না থাকায় কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। অনেক সময় তিন বেলাও খাবার জুটছে না।

জলাবদ্ধতার স্বীকার একটি বাড়ির মালিক ইমান আলী বলেন, পাশেই পুকুর কেটে বাধ দেওয়ার ফলে বৃষ্টিতে এখানে পানি জমে গেছে। এই পানি বের হতে না পেরে ঘরে ঢুকছে। উপজেলা প্রশাসনকে জানানোর পরও কোন কাজ হচ্ছে না।

চাতাল মালিক ও ডাকবাংলা চাল কল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন ভান্ডারী জানান, চাতালের পাশে প্রভাবশালীরা পুকুর খনন করায় চাতাল এলাকার পানি বের হচ্ছে না। এখন পানি নিষ্কাশন না হওয়াই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়িতে পানি ঢুকছে। তিনি জানান, প্রায় ২০ টি চাতাল ক্ষতিগ্রস্থ। উৎপাদন কাজ বন্ধ।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন জানান, এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। দ্রতই বিষয়টি সমাধানে চেষ্টা করা হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে সক্রিয় প্রশাসন

মহামারী করোনা সংক্রমণ রোধে বৃহস্পতিবার থেকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক কঠোর লকডাউন ঘোষনার প্রথম দিনে সক্রিয় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ।

পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে দেখা যায় সাধারণ মানুষের তেমন চলাচল নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ। মহাসড়কে যানবাহনের চলাচল না থাকলেও শহরের মধ্যে মোটরসাইকেল ও ইজ্ঞিন চালিত যান চলাচল লক্ষ করা যায়। একদিকে প্রশাসনের নজরদারী অপরদিকে সকাল থেকেই থেমে থেমে আষাঢ়ের বৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হতে দেখা যায়নি। অনেকে আবার বৃষ্টির মধ্যেই বের হয়েছেন প্রয়োজনীয় কাজ সারতে।

অন্যদিকে দিন মজুর, খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষেরা পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দিতে লকডাউন ও আষাঢ়ের বৃষ্টি উপেক্ষা করে বের হয়েছেন উপার্জনের আশায়। সরকার ঘোষিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্দেশনা বাস্তবায়নে লকডাউন সফল করতে গণপরিবহন ও দোকানপাট বন্ধ রাখা এবং অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়া, সেই সাথে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখাসহ মাস্ক পরিধানে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে প্রশাসন।

এসময় জনসাধারণের মধ্যে সচেতন করতে নির্দেশনা ও আইন অমান্যকারী অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিমানা করেন দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আছাদুজ্জামান রিপন। এরই মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসনের সচেতনতামূলক কোন কর্মসূচীই যেন পৌঁছাচ্ছে না এই সব মানুষের মধ্যে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেক ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই অবাধে ব্যবসা চালিযে যাচ্ছেন। এমনকি মাস্ক ব্যবহারেও রয়েছে অনিহা। দেখে বুঝার উপাই নেই মহামারী করোনার থাবা পড়েছে এই দেশে।

এদের অনেকে প্রশাসনের হাতে ধরা পড়ে অনেক সময় গুনতে হচ্ছে জরিমানা। কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আছাদুজ্জামান রিপন জানান, সরকারি নির্দেশনা

বাস্তবায়নে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ, সেনাবাহিনী, গ্রাম পুলিশ ও আনসার সদস্যরা দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বিভিন্ন সময়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে করা হচ্ছে জরিমানা। তিনি বলেন, সবার আগে প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে। নিজে বাঁচলে বাঁচবে তার পরিবার, রক্ষা পাবে দেশ ও জাতি।